



222372 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কথিবা অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বশে  
পড়তেন না

প্রশ্ন

একজন বলল যে, আয়শো (রাঃ) এর যে বর্ণনাত ১১ রাকাত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে সেটি তাহাজ্জুদের নামায কথিবা  
বতিরিরে নামাযের ব্যাপারে; তারাবীর নামাযের ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাহাজ্জুদের নামায, বতিরিরে নামায ও তারাবীর নামায এ সবগুলো নামাযকে একত্রে কয়ামুল লাইল বা তারাবীর নামায বলা  
যায়। তবে তারাবীর নামায রমযান মাসের সাথে খাস।

আয়শো (রাঃ) এর উক্তটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতরিকালীন নামায সম্পর্কে। তাই তিনি রাতের  
বলোয় যে যে নামায পড়তেন সবগুলো এ উক্তির অধীনে পড়বে।

সহিহ বুখারী (৩৫৬৯) ও সহিহ মুসলমি (৭৩৮) আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়শো (রাঃ)  
কে জিজ্ঞেসে করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রমযান মাসের নামায কমন ছিল? আয়শো (রাঃ) বলেন:  
তিনি রমযানে কথিবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতের বশে নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। এ  
চার রাকাতের সটৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন। এ  
চার রাকাতেরও সটৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন। একবার  
আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বতিরি পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন: আমার চোখ ঘুমায়। কিন্তু আমার  
অন্তর ঘুমায় না।

ইমাম নববী বলেন:

আয়শো (রাঃ) থেকে সহিহ বুখারীতে এসেছে যে, তাঁর রাতের নামায ছিল ৭ রাকাত বা ৯ রাকাত। বুখারী ও মুসলমি এ হাদিসের  
পর ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর হাদিসে উল্লেখ করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের বলোর নামায  
ছিল ১৩ রাকাত এবং সুবহে সাদকি হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুনত পড়তেন। যায়দে বনি খালদি এর হাদিসে রয়েছে যে,



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকাভাবে দুই রাকাত নামায পড়ছেন। এরপর দুই রাকাত দীর্ঘ নামায পড়ছেন। এরপর হাদসিরে বাকী অংশ উল্লেখ করেন। হাদসিরে শষোংশে বলেন: এই হল: তরে রাকাত। কাযী ইয়ায বলেন: এ হাদসিসমূহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়দে (রাঃ) ও আয়শো (রাঃ) বাস্তবে যা দেখেছেন সটো জানিয়েছেন।

উল্লেখতি সাহাবীদরে প্রত্যেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে বলোয় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তনে সটো উল্লেখ করছেন; এর মধ্যে তাহাজ্জুদরে নামাযও রয়েছে অন্য নামাযও রয়েছে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) উল্লেখ করছেন যে, আয়শো (রাঃ) এর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতরে নামায ছিল সাত রাকাত বা নয় রাকাত।" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যা ঘটছে। আর আয়শো (রাঃ) এর উক্তি: "তনি রমযানে কথিবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতরে বেশি নামায পড়তনে না।" এটাই ছিল রাতরে বলোয় তাঁর আদায়কৃত নামাযের সর্বাধিক সংখ্যা। তনি এর চয়ে বাড়াতনে না।

আর আয়শোর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩ রাকাত নামায পড়ছেন": এ প্রসঙ্গে হাফযে ইবনে হাজার দুটো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করছেন। হতে পারে আয়শো (রাঃ) রাতরে নামাযের সাথে এশার দুই রাকাত সুন্নতকও যোগ করছেন; যহেতু এ রাকাতদ্বয়ও রাতরে বলোয় আদায় করা হয়। আরকেটি সম্ভাবনা হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে নামাযের শুরুতে খুবই হালকাভাবে যে দুই রাকাত নামায পড়তনে তনি সে দুই রাকাত নামাযকও যোগ করছেন। হাফযে ইবনে হাজার বলেন: আমার দৃষ্টিতে এটাই অগ্রগণ্য...।[ফাতহুল বারী]

এর মাধ্যমে ফুটে উঠল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে বলোয় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তনে আয়শো (রাঃ) সটোই উদ্দেশ্য করছেন। তার হাদসি থেকে আলমেগণ এটাই বুঝছেন।

আরও জানতে পড়ুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।